নটরাজ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“নটরাজ”-রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের সৌজন্যে

"বিচিত্রা," আষাঢ়, ১৩৩৪

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
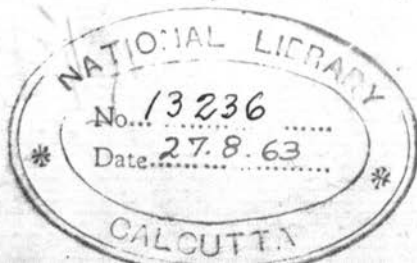
উদ্বোধন

মন্দিরার মন্দ্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্ত্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি'
চতুর্দ্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করগো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক্ তোমার
চঞ্চল চরণ ভঙ্গী, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে-নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নব-শষ্পদল;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,

আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল পানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্ম মরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ;
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন শাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধ-বাক্ বাধা,
বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে; যে-নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প সরোবরে ঊর্ম্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্ত্তবক্ষে গ্রহ-নক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদ-পাত
তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা
সূর্য্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।

নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তি-মন্ত্র ল'ব।
তোমার তাণ্ডব-তালে কর্ম্মের বন্ধন-গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি ;
সর্ব্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত-লয়ে।

প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে ছুরু ছুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণ-বায়ুর আলিঙ্গনে,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্ম্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে, আম্রমঞ্জরীর সর্ব্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি' উৎসারিত ক'রে দিক্ গান!
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হ'তে
উত্তারি' আনিতে পারে নির্ঝরিত রস-সুধা স্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ-মন্দাকিনী ধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণ-হারা॥
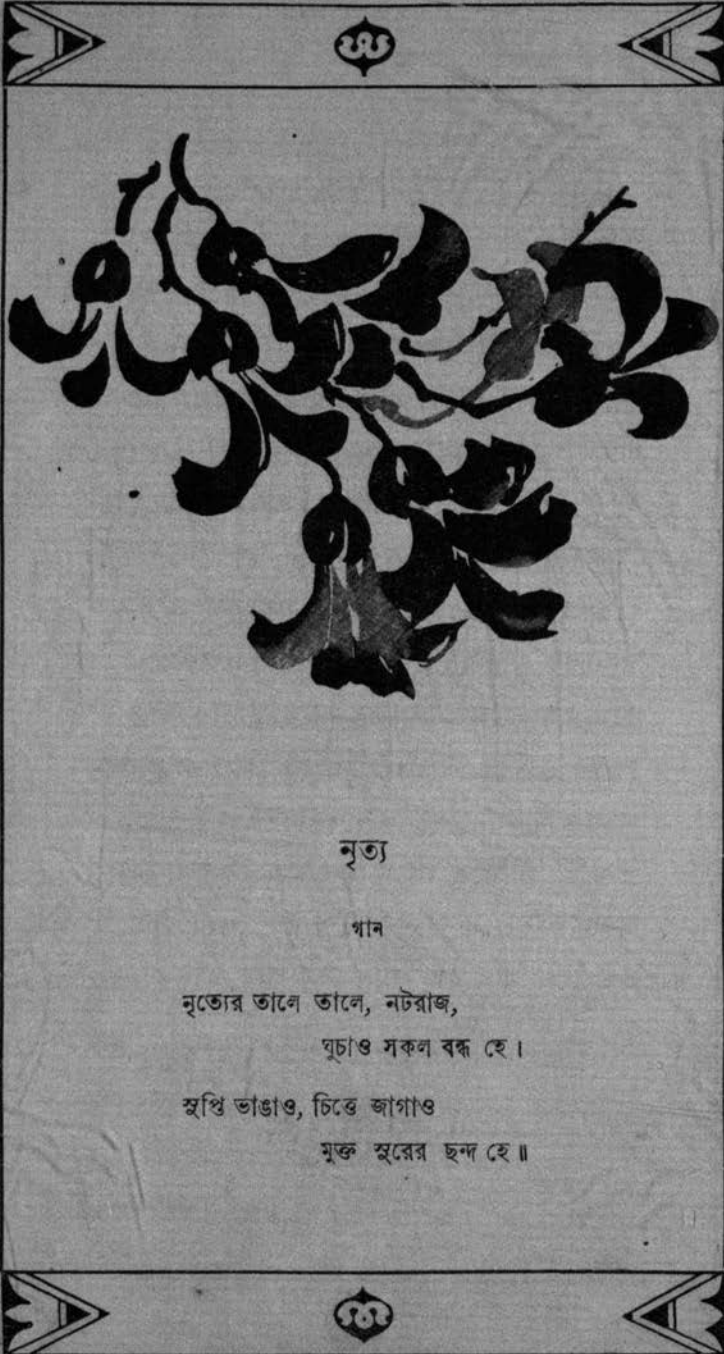
নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥

তোমার চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস-সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে ॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্র ভানু।

তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণি তালে।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদ-মন্দ্র হে ॥
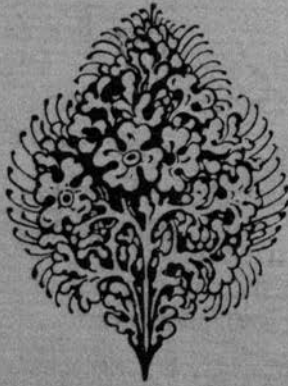
মুক্তি-তত্ত্ব

মুক্তি-তত্ত্ব শুন্‌তে ফিরিস্‌
তত্ত্ব-শিরোমণির পিছে?
হায়রে মিছে, হায়রে মিছে!

মুক্ত যিনি দেখ্‌না তাঁরে,
আয় চ'লে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুক্‌নো পাতায়
হল্‌দে রঙে লেখেন তিনি?

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের?
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তি-রাশির বিকি-কিনি?

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এই খানে আয় মিল্‌বি আসি,
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখ্‌চি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখ্‌চি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখ্‌চি, ও যা'র অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপ্‌নাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপ্‌নাতে যার আপ্‌নি আছে।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়
কবির বাণী অবাক্ মানি
তা'রি নাচের প্রসাদ যাচে।

শুন্‌বিরে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রা-পথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বল্‌ল আলো, বাজ্‌ল মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে॥

ঋতু-নৃত্য

বৈশাখ
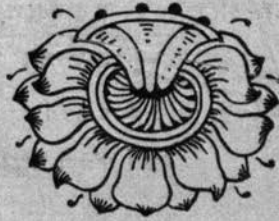
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।

রসহীন তরু, নির্জ্জীব মরু,
পবনে গর্জ্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত ॥

তব তপ-তাপে হের' সবে কাঁপে,
দেব-লোক হ'ল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।

দুর্দ্দিনে আনে নির্দ্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য ॥

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেল' হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেল' হে।

জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাস-হারা উদাস পরাণে
জাগাও উদার নৃত্য ॥

ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।
কদর্য্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।

পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,
ধূলায় মিশাক্ যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য ॥
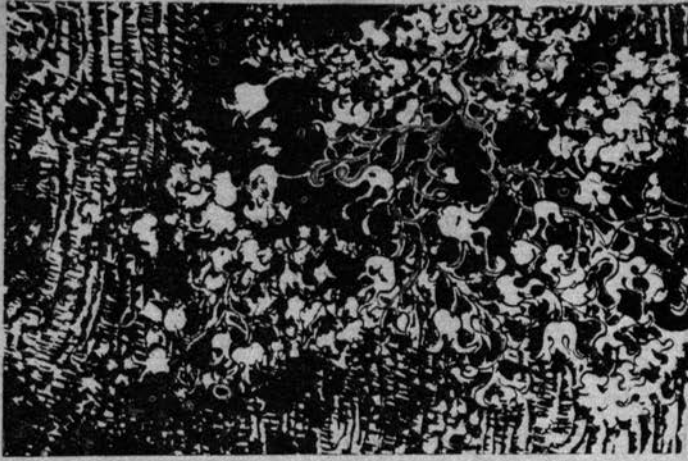
বৈশাখ-আবাহন

গান

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ !
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাক্ ।

যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্ ।

মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা ।

রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি',
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্‌ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্ ॥

ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস্‌

এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?
রৌদ্র-দগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চ্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্ব্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে ;
জীর্ণ পর্ণ-শয্যাপরে একা রহে জাগি'
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি' ॥

তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে' আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি' উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে;
মুহূর্ত্তে অম্বর বক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্ব্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন ॥
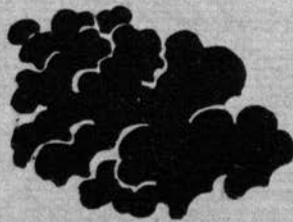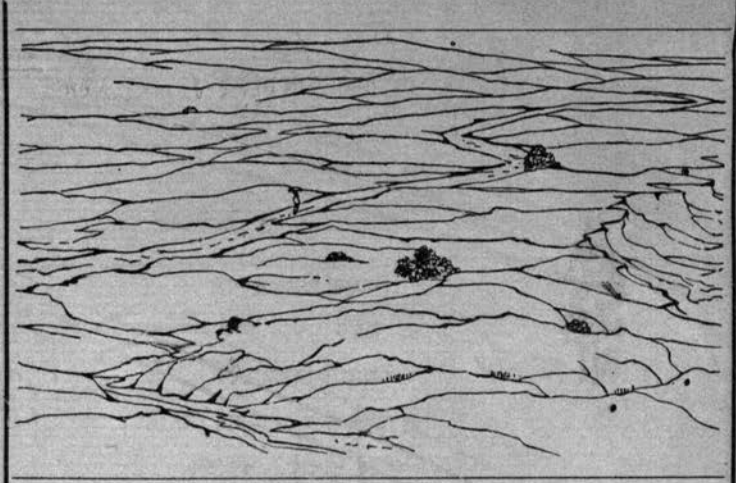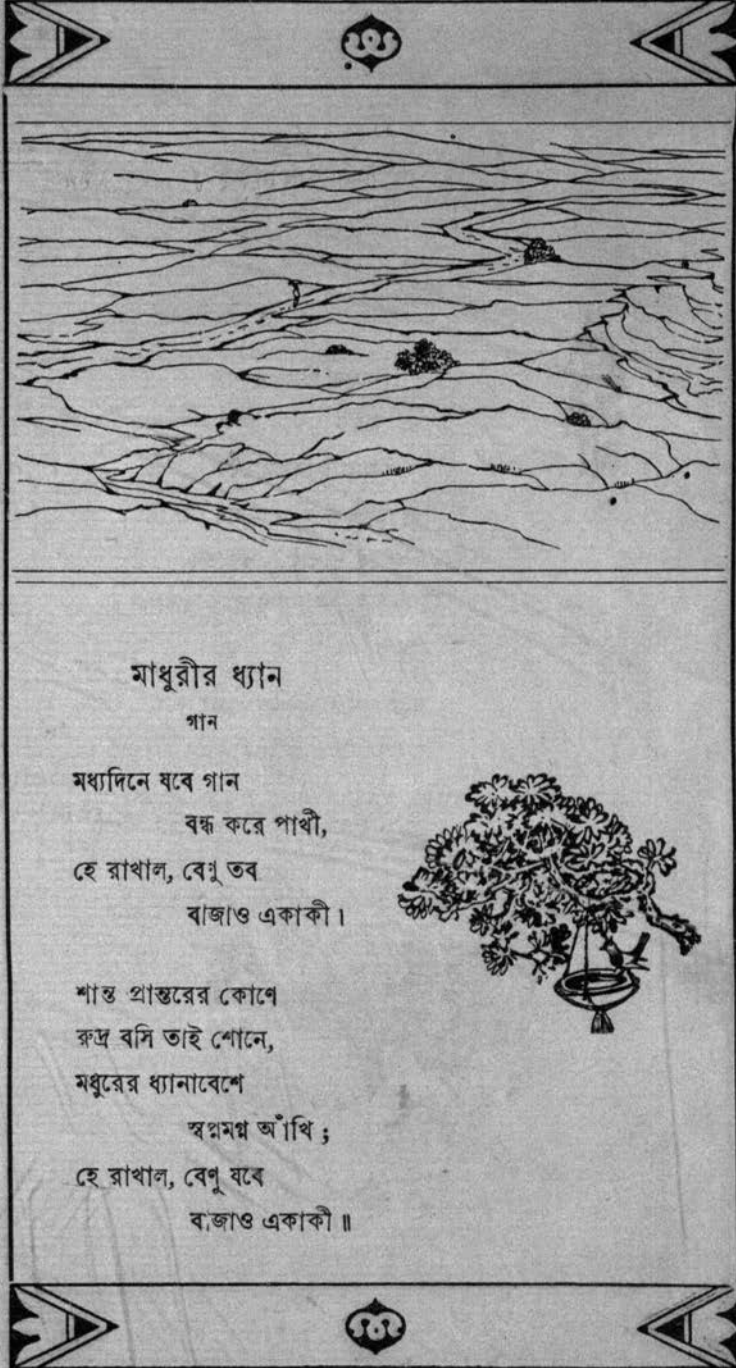
মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি ;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী ॥
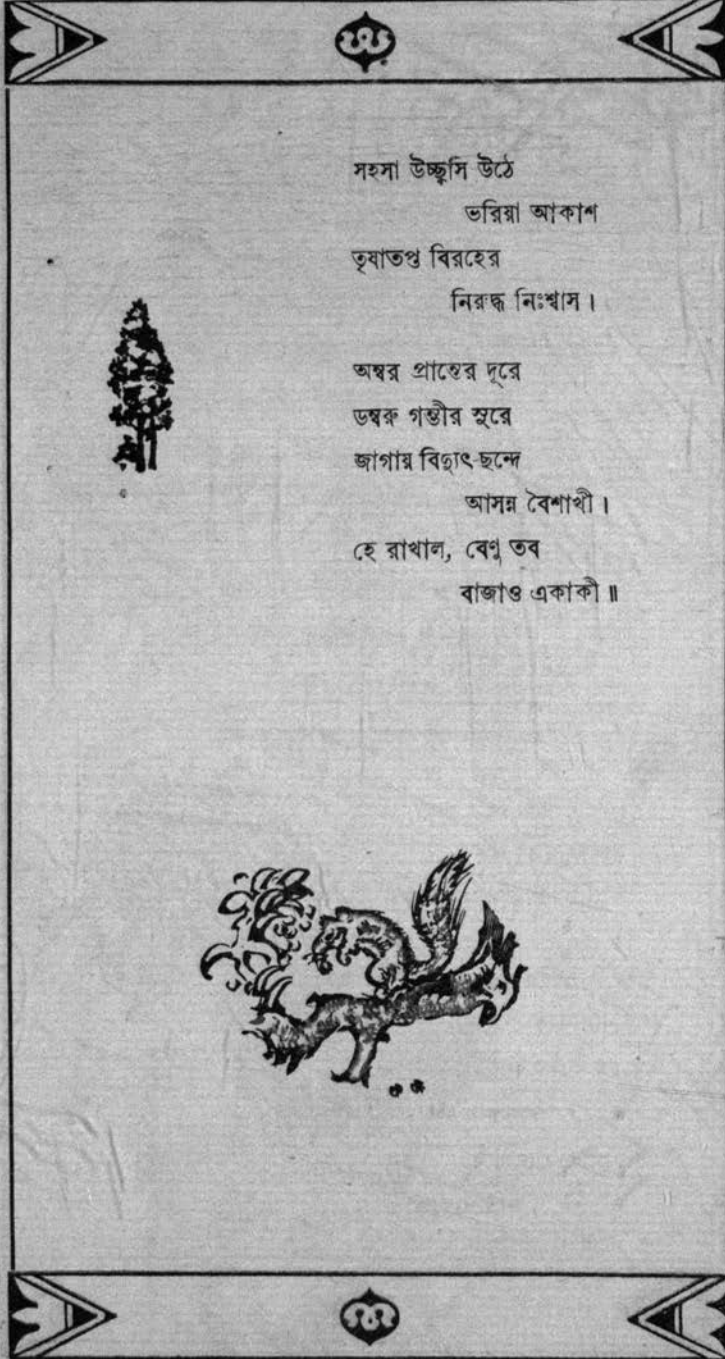
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।

অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর স্বরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক্
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব-ফুল
নিবিড় হর্ষণে॥

ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক্ নিখিল ধরা,
দেখুক্ ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদন-ভরা।

পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক্, বিজুলি ঝলুক্
পরম-দর্শনে॥

আষাঢ়

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো মনে !
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিলো ক্ষণে ক্ষণে ॥

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।

চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির-জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া ॥

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ ?

মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ ;

থকিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মত
নীলাম্বরের প্রান্ত ?

মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তা'রি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে—
তমাল বনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চির-বিরহের কথা,

বিরহিনী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে দু'হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জ্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।
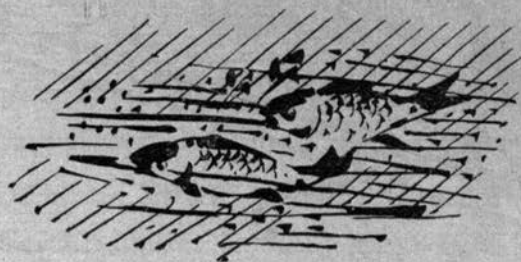
যাক্ যাক্ তব মন গ'লে গ'লে যাক্,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চ'লে চ'লে যাক্,
বেদনার ধারা দুর্দ্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দ্দিনে দুই কূল তার ছাপে।

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি'
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে ॥
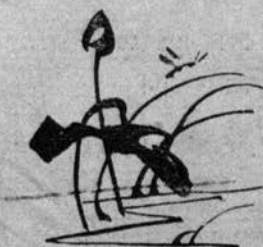
লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব॥

জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!
মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কেমনে ক'ব॥

বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।

সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব॥

শ্রাবণ-বিদায়

যায়রে শ্রাবণ-কবি রস-বর্ষা: ক্ষান্ত করি তা'র,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি দিলো। জানি, রেখে গেলো তার দান
বনের মর্ম্মের মাঝে; দিয়ে গেলো অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি' গেলো অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ-অমৃতে;
সলিল-গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগর-তীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তা'রি; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে
রেখে গেলো তৃষ্ণার সম্বল; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেলো দান
কাল-বৈশাখীর তরে; নিজ হস্তে সর্ব্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেলো। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ ॥

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
 বিদায় রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
 কী আশা তোর চিতে ?

গগনে তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম-হাওয়ায় গেলো সে দ্বার কেঁপে,
 এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥

শীতল হোক্ বিমল হোক্ প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক্ তার দান।

যা ছিল' ঘিরে শূন্যে সে মিলালো,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক্ তবে আলো,
বিজনে বসি' পূজাঞ্জলি ঢালো
 শিশিরে-ভরা শিউলি-ঝরা গীতে ॥

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
শূন্য গগনে পাও কার বারতা ?
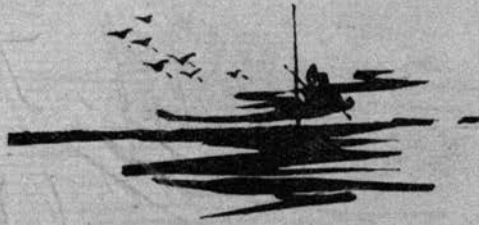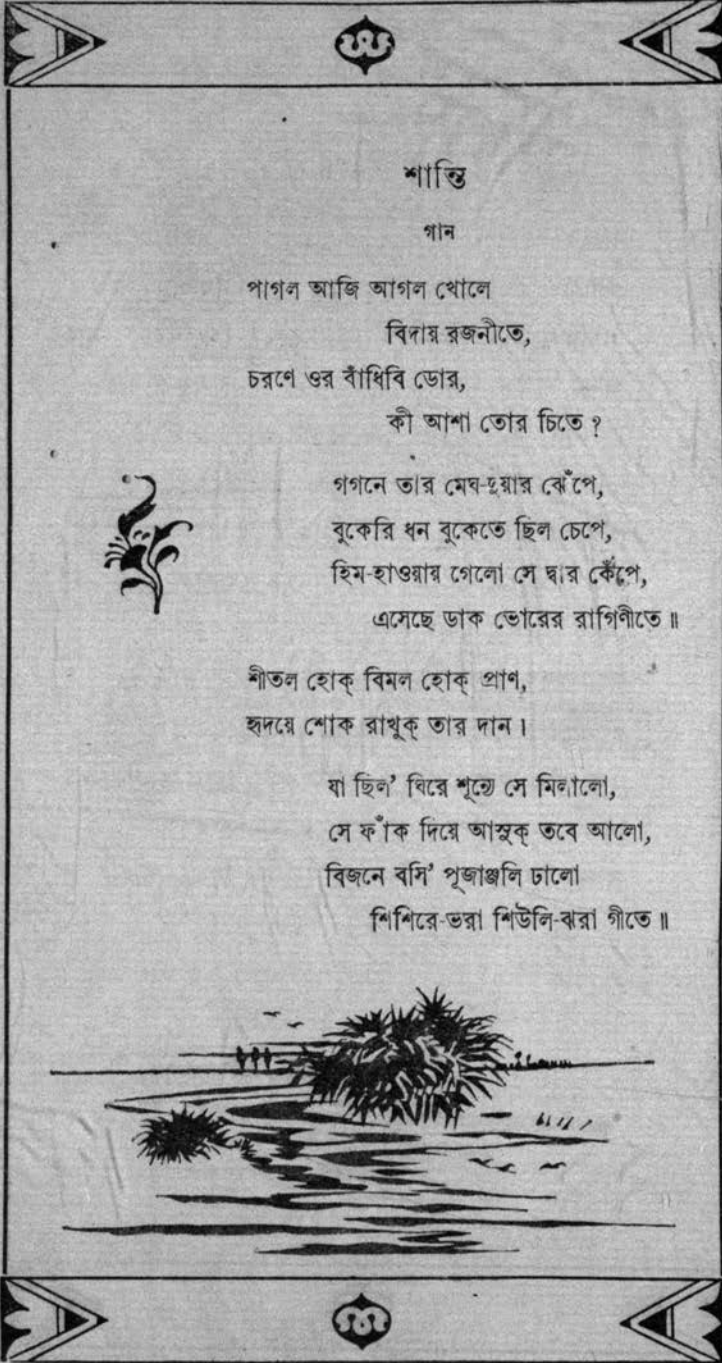
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত,
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মতো,
কুন্তলপুঞ্জ অযত্নে-নত,
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।

ধৈর্য্য ধরো, সখা, ধৈর্য্য ধরো,
দুঃখে মাধুরী হোক্ মধুরতর ;
হেরো গন্ধ-নিবেদন-বেদন সুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা ॥

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীণ্,
শিশির-বাতাসে দুর দুরে ডাক দিলো কে ?
আয় স্কুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাট জয়-যাত্রার তিলকে।

গেলো খুলি গেলো মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণ-ভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তা'র,
বিজয়-শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে ॥

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপ-কথা
নিত্যকালের বালক-বীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে, "চলো চলো অশ্ব তোমার আনো' সে।

ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি' চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্ম্মুক, দানবের বুক হানো' সে ॥"

ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

"দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি'
দেব-সেনাপতি কুমার দৈত্য-জয়ী,
সে প্রসাদ খানি দাওগো অমৃতময়ী"
এই মহা-বর চরণে তাঁহার মাগো রে॥

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নম' রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।

মেঘ-বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস :—
"হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হ'বে রবি, মরিবে মরিবে তম রে"॥

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে ॥

আমার মনের ভাবনা গুলি
বাহির হোলো পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে ॥

শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।

তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মরমরানির
ঢেউ উঠালে ॥

শরতের বিদায়

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ?

রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হ'লি ব্যাকুল ॥

কেনরে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা ?

কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল ॥

হেমন্ত

১

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ্ম চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান ?
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল ক'রে আনো
কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে ? দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি'
ওই হের রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তর বায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তর-সীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও। গ্রাম-পথ আঁকা বাঁকা,
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন-উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত ক'রে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূম্রলবর্ণে আঁকা ॥

২

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্বধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। বলেছিল ডাকি,
"কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দিবে না কি?
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।" শুনিয়া, লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,'
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি' প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রাণে।
তোমার অমৃত নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন্ ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হ'লে আপনার দানে॥
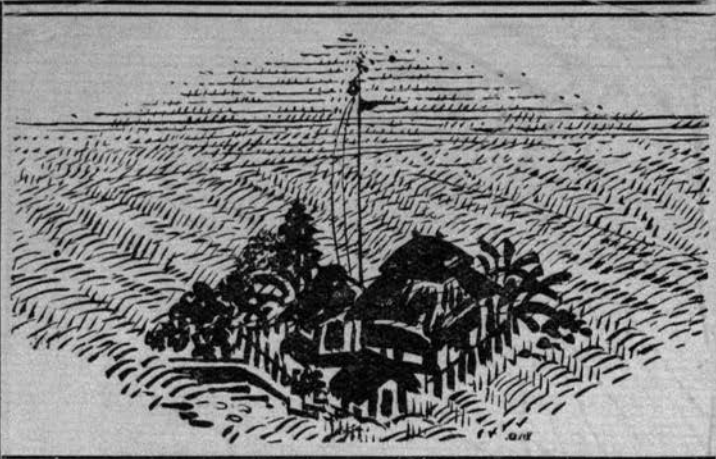
দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা কর্‌ল গোপন
আঁচল ঘিরে।

ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে" ॥

শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।

যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে॥

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।

এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে॥

আসন্ন শীত

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে ॥

আম্‌লকি ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিলো পল্লব জাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি,
যায় যে চ'লে ॥

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কো লতা।

উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্ম্মম,
তোমার উত্তর বায়ু দুরন্ত দুর্দ্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি' নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। "জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো" এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি' শাখা, নিঃশেষে বিনাশি'
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্ম্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন-চিত্তে পূর্ণ করো বল ;
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,

শূন্য করি দাও মন ; সর্ব্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক্ শান্ত উদাত্ত মূরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জ্জনা ভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জ্জন করি' দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেই মতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে ; কুজ্ঝটিকা রাশি
রাখুক্ পুঞ্জিত করি' প্রসন্নের হাসি।
বাজুক্ তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জ্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্ব্বলেরে করো তিরস্কার ; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো ; হিমশ্বাসে
আরাম করুক্ ধূলিসাৎ ! হে নির্ম্মম,
গর্ব্বহরা, সর্ব্বনাশা, নমো নমো নমঃ ॥

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবল-শৃঙ্গ-শিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?

চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যা'র ?
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তা'র
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তা'র হাতে বেণু হ'বে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে ॥

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাত চিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।

এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহু কাল ভয় মানি'
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'
বিচিত্র কোলাহলে ॥

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।

তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ্ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যা'র যত নিলে হরি'
তার বহু গুণ ও যে দিতে চায় ভরি,'

পল্লবে যা'র ক্ষতি ঘটেছিল ঝড়ে,
ফুল পাবে সেই লতা ॥

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যা'র বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্য্যে তা'রি হ'ল আজি অধিকার,
দক্ষিণ বায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে ।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রস-ভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'
দৈন্য পূরিবে দানে ॥
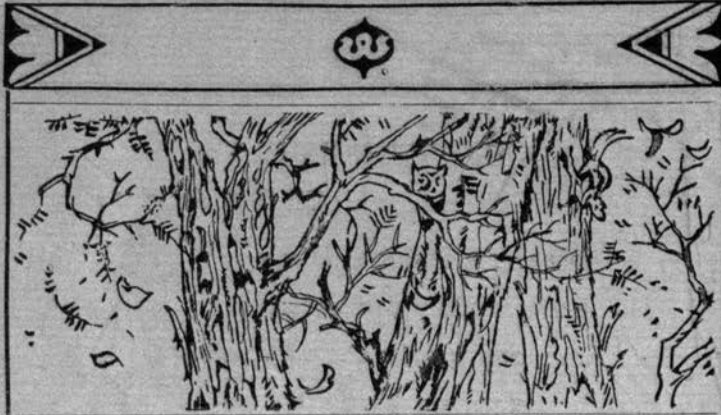
স্তব

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।

যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদ ভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ
হও প্রসন্ন ॥

সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা
মরণ-সত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?

ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয় বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য
হও প্রসন্ন ॥
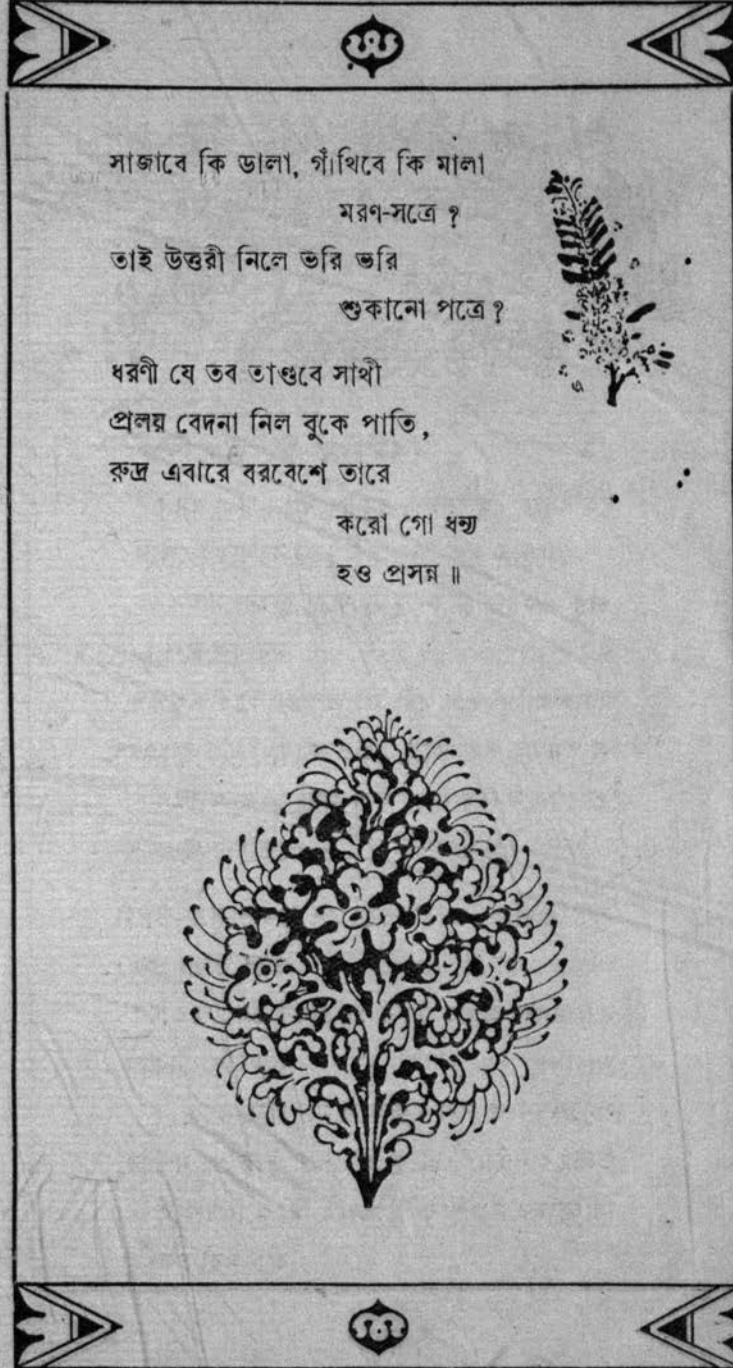
বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন !
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্ত্যে মূর্ত্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে ।
তারি লাগি' তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্ব্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে ॥

সূর্য্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্য-তালে
ভক্ত উপাসিকা ।
নম্র ভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা ।
সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্ম্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥

আবর্ত্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, 'করে আরাধন
দিন গুণে' গুণে'।
সার্থক হ'লো যে তা'র বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে॥

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম্ম, যত প্রয়োজন
হ'লো অবসান।
বৃক্ষ শাখা রিক্তভার, ফলে তা'র নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি'
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক মঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস শর্ব্বরী,
বনে জাগে গান॥

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।

নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদ-বেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্ত-সন্ধ্যা-স্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীর-ধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তি-ক্লান্তি-ভরে ॥

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকা-শৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার ?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল-বলে
করো অলঙ্কার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানস-সরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সঙ্গীত-নির্ঝরে
বর্ষিছে ঝঙ্কার ॥

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্ত্যে, হে মর্ত্ত্যের প্রিয়,
নিত্য নাই হ'লে !
সুদূর মাধুর্য্যপানে তব স্পর্শ, অনির্ব্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দার-রেণু শিরে তার উর্দ্ধ হ'তে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
র'বে তার কোলে ॥

বসন্ত-আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি?
ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায়
কানন বীথি।

ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,
উত্তর বায় লুঠ্ ক'রে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরল-গীতি,
হে অতিথি॥

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশী
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।

মাত্‌বে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি॥
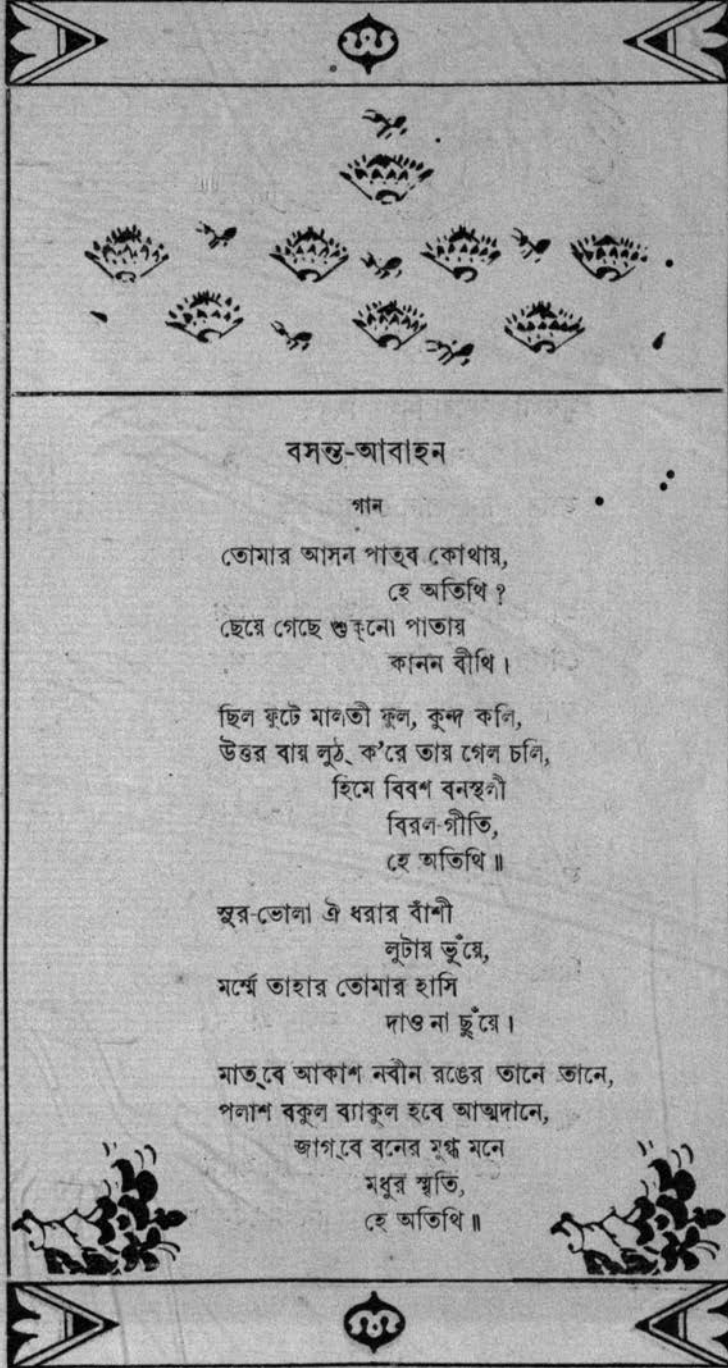
বসন্তের বিদায়

মুখখানি করো মিলন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।

জানিগো, বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনমতে,
যার সাথে তব হ'ল একদিন
মিলন-মেলা ॥

জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে,
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চির-বিরহের ভাণ,
খনে খনে এই ভয়-রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্যসোহাগে
মিথ্যা হেলা ॥
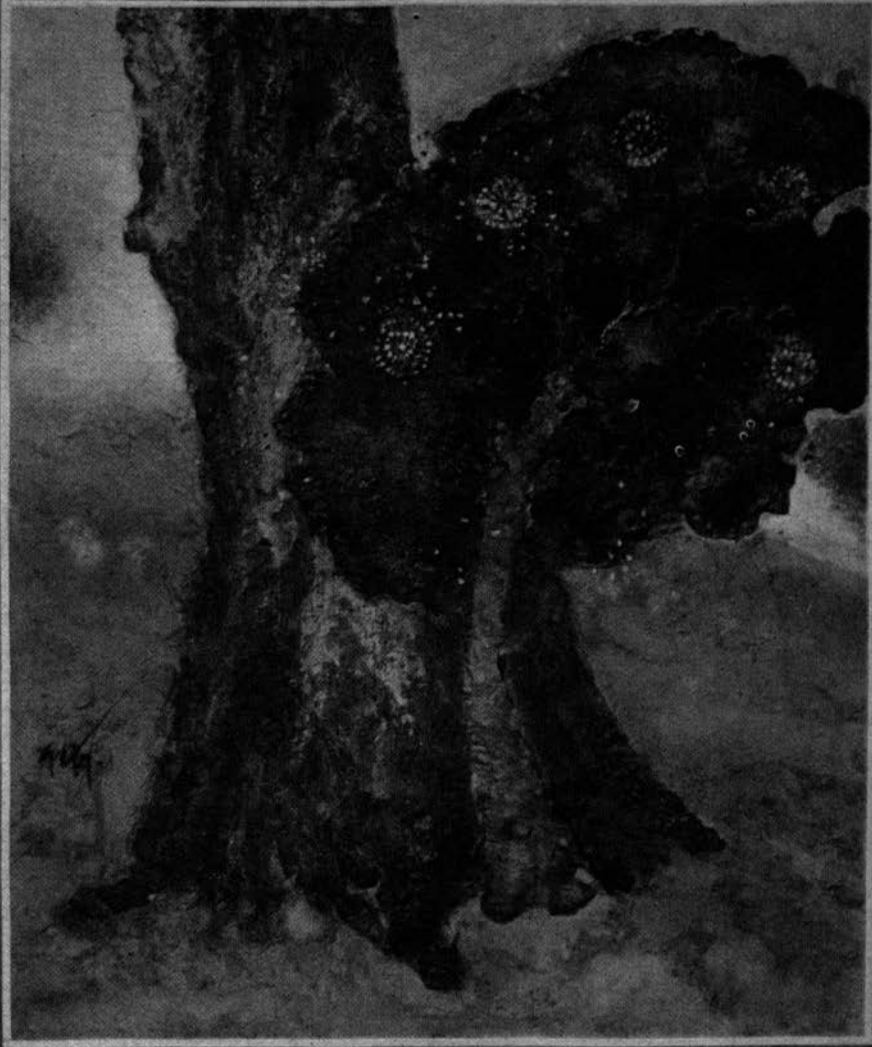
বসন্ত

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় অঙ্কিত

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায়-লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো বন্ধু আমার"
বাষ্প-বিভল বাণী ॥

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে, সে ক্ষণের
হয় তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি ল'ব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি ॥
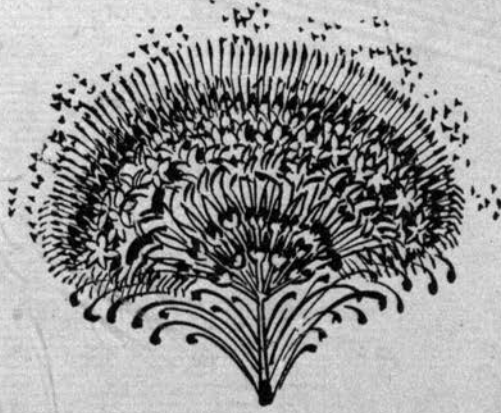
অহৈতুক

গান

মনে র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো।

চ'লে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো॥

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।

ফুরাইবে দিন, আলো হ'বে ক্ষীণ,
গান সারা হ'বে, থেমে যাবে বীণ্,
যতখন থাকি ভ'রে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো;
তাই অকারণে গান গাই গো॥

বিলাপ

গান

চরণ-রেখা তব

যে পথে দিলে লেখি

চিহ্ন আজি তারি

আপনি ঘুচালে কি ?

অশোক রেণুগুলি

রাঙালো যার ধূলি

তারে যে তৃণতলে

আজিকে লীন দেখি ?

ফুরায় ফুল ফোটা,

পাখীও গান ভোলে

দখিন বায়ু সেও

উদাসী যায় চলে।

তবু কি ভরি তারে

অমৃত ছিলনারে ?

স্মরণ তারো কি গো

মরণে যাবে ঠেকি ?

মনের মানুষ *

কত না দিনের দেখা
কত না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।

কার নয়নের চাওয়া,
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে॥

কত ফাগুনের দিনে,
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।

* এই ছন্দ চৌপদী জাতীয় নহে। ইহার যতি-বিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :—

কত না দিনের। দেখা
কত না রূপের। মাঝে।
সে কার বিহনে। একা
মন লাগে নাই। কাজে॥

চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া ॥

শরতে এসেছে ভোরে
ফুল-সাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপ-শিখা,

কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা ॥

সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া,

আজ এক হয়ে তা'রা,
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণা-রূপ ধরি'
এক গানে ফেলে ছায়া ॥

নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তা'রে হ'ল জানা,
বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম ;

আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি'
এক দোলেতেই দোলে
মোর অন্তরতম ॥

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে !
অস্ত-রবির তুলিখানি চুরি ক'রে।

বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস্ তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু
 পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে ॥

যে গুণী তাহার কীর্ত্তি-নাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে',
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
 ডানাতে তোমার কখন্ পড়েছে ঝ'রে ॥

দোল

আলোক-রসে মাতাল রাতে
বাজিল কা'র বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে
ছড়ায় ফুল-রেণু।
অমল-রুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে চরা ধেনু॥

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতী পুরে?
বাজায় বেণু বুকের কাছে
বাজায় বেণু দূরে।

সরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু "বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে!"
গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি!

একি মিলন-চঞ্চলতা ?
বিরহ-ব্যথা একি ?
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে !
ধরিতে যা'রে না পারে তা'রে
স্বপনে দেখিছে কি ?
লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে
বিরহিণীর মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে ॥

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা ল'য়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি',
কোলেতে বীণা উঠুক্ বাজি',
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক্ ব'য়ে ॥

এসো গো এসো দোল-বিলাসী
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হোলো॥
কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরাণ মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙীন্ তব রাগে?
ভাবনাগুলি বাঁধন খোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি, হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি-আগে॥

শেষের রং

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥

যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী যায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য ক্ষেতে,
মৌমাছিদের ডাকিয়ে জাগায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে ঃ—

আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্র ঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা ॥

সজ্‌নে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরেনি,
কুঞ্জপথের প্রান্তধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।

আয়রে, তোরা মৌমাছি, আয়
আস্‌বে কখন শুক্‌নো খরা,
প্রেতের নাচন নাচ্‌বে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা ॥

দক্ষিণবায় কানন শাখায়
মিলন-শেষের বাজায় বেণু ;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধ-রেণু।
কাল যে-কুসুম পড়্‌বে ঝ'রে
তাদের কাছে নিস্ গো ভ'রে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে।

নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাইরে দেরি, করিস্ ত্বরা,
চরম দানে ঐরে সাজায়
বিদায় দিনের দানের ভরা ॥

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলন-চাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়-দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুট্‌বে, জানি।

যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ ক'রে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক্ চলে যাক্
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে।

আয়রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
আয়রে গোপন মধুহরা,
পরম দেওয়া দিতে যে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা ॥
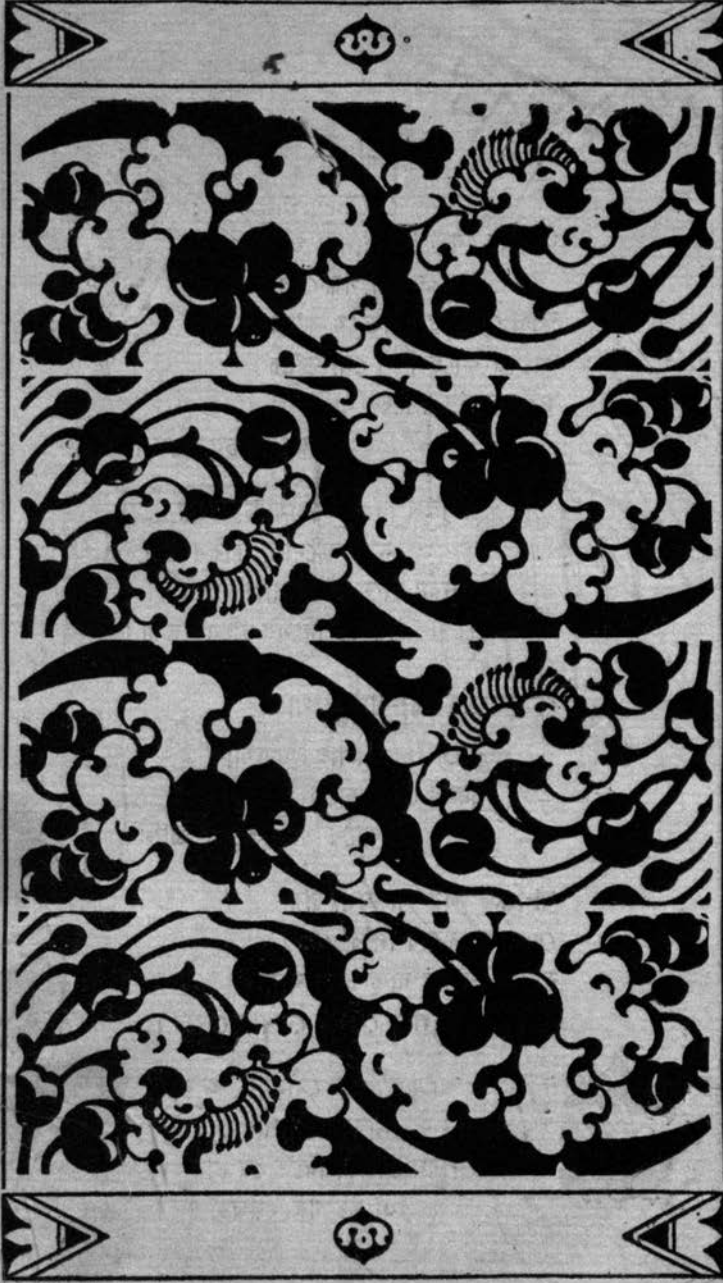
"নটরাজ"-কাব্যকে চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-মহাশয়।

—"বিচিত্রা-"সম্পাদক

নতুন ও পুরোনোর ছন্দ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানর, ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হ'ল—গোড়াতে পুরোনো এল, আগাতে নতুন!

বেশ একটুখানি পুরোনো হয়ে বড় হ'ল গাছ, তবে এল তাতে নতুন ফুল, ফলের মঞ্জরী ও কলি; নতুন ঢঙের হ'ল না তাদের সাজ, পুরোনো চালেই বাঁধা গেল তাদের রূপের এবং সাজ-সজ্জার ছাঁদ-বাঁধ সবই।

পুরোনো ডালে ধরা থাকে অগনিত নতুন জীবন-বিন্দু গোপনভাবে, পুরোনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন, সবাই প্রতীক্ষা করছে নব বসন্তের দূত এসে পৌছনোর।

আমূল পুরোনো অথচ নতুনের সন্ততি এবং নতুনের জননী এই পুরোনো এবং নতুন বাগানের সব গাছ,—এরা নতুনের পক্ষে পুরোনোটা যে বাধা, এ সাক্ষী দিচ্ছে না একেবারেই,—নতুনে পুরোনোয় চলেছে কাজ বাগানে—যেখানে নতুন বৃন্তে গিয়ে পৌছচ্চে কত কালের গাছের সকল রসের সঞ্চয়; সেইখানে বাঁধা যাচ্ছে পুরোনোর সঙ্গে নতুন চমৎকার সুপরিণত ছন্দে! কত যুগ আগেকার কুহুধনি, তাই শুনে ডালের আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে কত দিকে কত নতুন নতুন পাতার মঞ্জরী ফুল ফল কত কী, কিন্তু ডালকে জোরে আঁকড়ে রয়েছে এরা, পুরোনোকে অস্বীকার করে আসছে না,—নতুন যদিও সবাই! কেউ এরা পুরোনোকে ধিক্কার দিচ্ছে না, কিন্তু সাজাচ্ছে পুরোনোকে। মঞ্জরী বলছে—'ওগো আমি সেই পুরাতন যাকে নিয়ে রচনা হয়েছিল পুষ্প-বাণ'; মঞ্জরীর সঙ্গী কুহুধনি, সেও বলছে,—'আজকেরও অথচ কালকেরও আমি এবং আমারি মতো নূতন পুরাতনের ছন্দে বাঁধা এই জগৎশুদ্ধ সবই।'

পুরোনো আমের কসিটাকে নতুন একটা ছেলে বাঁশি করে নিয়ে যখন খেলা-শেষে ফেলে গেল মাটিতে, তখন একাধারে পুরোনো কসি এবং নতুন বাঁশি থেকে বার হ'ল ফুল আর নতুন আমগাছের গোটা দুই সবুজ পাতা, কিন্তু ফলই বা কোথা, বউলই বা কোথা নতুনে তখন? নতুনে পুরাতনে মিল্লো, তবে উঠলো জেগে ছন্দ ফুলের পাতায়, নতুন বৃন্তে, পুরোনো ডালে; পুরোনো বাগানের যা কিছু হিল্লোল পেলে সমীরণে, পরিণীত হ'ল পরিণত অপরিণত হ'য়ে!

পুরোনো হবার দিকে তেজে চল্লো গাছ, তবে আশা করলেম্ ফল ধরবার, ফুল ফোটবার। এ না হয়ে গাছটা বলে বসতো যদি—'আমি নতুন এবং একেবারে বরাবরই সবুজ ও তরুণ থাকবো'—তবেই আশা উড়লো আকাশে ফুল ফলের। নতুন নতুন কল্পনা ধরে আকাশ-কুসুমের ফোটা, তাও পুরোনো আকাশে ঘটছে দেখি।

নতুন সাহিত্য, নতুন আর্ট, নতুন সঙ্গীত, নতুন নাট্যকলা, এমন কি নতুন যুগের মানুষের জীবনটাও আমূল নতুন হবো, কাঁচা রইবো, পাকতে চাইবোই না বলে' পুরানো থেকে বিমুখ হয়ে বসলেই মুস্কিল! মানুষ ভাববে মানুষের মতো, গাছ ভাববে নিজের মতো, মানুষকে গাছের হিসেব ধরে দেখা চলে না, কিন্তু এ-কথাজানা, যে পুরোনো হওয়াকে অস্বীকার ক'রে পাতা কিম্বা মাথার চুল বর্ত্তে থাকতে পারে একমাত্র কলপের দোকানে আর গ্রীণরুমে—সবুজ, কালো, কাঁচা, তরুণ, অরুণ, ইত্যাদি কেমিকেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে।

পুরোনো পিঁড়িতে নতুন আলপনা, নতুন পিঁড়িতে পুরোনো আলপনা এই করেই চলে গেছে কাজ এতকাল—সাহিত্যজগতে, শিল্পজগতে, নাট্যজগতে সব জায়গাতেই।

বুকে সবুজ ফিতের ফুল একটা একটা আলপিন্ দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে ত আমি মনে করতে পারচিনে যে সত্যিই

টান্‌তে হবে নতুন পিঁড়িতে একটা নতুন আল্‌পনা এবং তারি হুকুম হাওয়ায় এসে গেছে—একমাত্র বাংলার লেখক-মহলে, এইমাত্র বিলাতের বিনা-তারের আফিস থেকে সবুজ গালামোহর-করা মোড়কে।

কাঁটাল গাছে ইঁচড় ফলে,—যতটা পারে সে পুরোনো ডালের সংস্রব ছেড়ে একেবারে গোড়ায়,—যেখান থেকে গাছটা নতুন বেলায় গজিয়েছিল, সেইখানেই ঝোলে মাটির দিকে মুখ করে'। নতুনের স্বপ্নে কণ্টকিত-কলেবর, দেখ্‌তেই পায় না ইঁচড় পুরোনো মাটিকে, পুরোনো শিকড়কে—যার রস টেনে সে ফুলে উঠ্‌ছে; ক্রমাগত নতুন বিস্ফুরণে পুরোনো গাছের গোড়াটার শক্ত ছালকে ভেবে নেয় সে কেবলমাত্র কড়া বুরুষ। পরগাছা হাওয়াতে শিকড় ছাড়ে, কিন্তু সেও বলে—'পুরোনো ডালে আমি অদ্ভুত রকমের এক হাল্কা ছন্দে বাঁধা পড়ে আছি, কেননা নতুন ডালে ফুল ফল, পরগাছা, পাখী, মানুষ, বনমানুষ কারো ভর সয় না, পঙ্গপালেরও নয়'; নতুন বোঁটা পুরোনোর সঙ্গে ছন্দে বাঁধা শক্ত রকমে, তাতেই ধরে সে ফুলের ভার—দোপাটি থেকে আরম্ভ করে শতদল, সহস্রদল, এমন কি শতদলবাসিনীর ভারটি পর্য্যন্ত!

সেখ সাদীর গুলেস্তার গোলাপ আর আজ্‌কের ইডেন-পার্কের গোলাপ, এদের একটা পুরোনো, একটা নতুন এ ভাবে দেখা চলে এবং চলে নাও। লেখার বেলাতেও এই, গানের বেলাতে, ছবির বেলাতেও এই একই কথা সেকালের পাতাগুলো যতটা সবুজ একালের পাতা তা' চেয়ে বেশী সবুজ হয়ে উঠ্‌বে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ এল বলেই-তা'র তো জো নেই বাংলাতেও।

এখানে মাটি ভয়ঙ্কর পুরোনো, আকাশ তা'র চেয়ে পুরোনো এবং আকাশকে ঢেকে, মাটিকে ভিজিয়ে আসে নতুন বাদল, এত পুরোনো সে, যে মেঘদূতের আমল তা কাছে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে দেখা যায়। কাব্যে, সাহিত্যে শিল্পে, সঙ্গীতে কোন্‌টা নতুন যুগ, কোন্‌টা পুরোনো, আ এই সবের রচকের মধ্যে প্রাচীন কেবা, নবীন কেবা, আ কেই বা এদের মধ্যে আমূল নতুন, এ ভেবে ঠিক করতে পারলে না মহাকাল বুড়ী—ম'রে পুনর্জ্জন্ম পেয়েও এ পর্য্যন্ত আমূল নতুন উৎকর্ষ হ'ল—ব্যাঙের ছাতা, পুকুরের পান শেওলা এমনি গোটাকতক জিনিষ, কিন্তু পুরোনো পুকু পুরোনো তক্তা ইত্যাদি হ'ল আলম্বন তাদের, এবং চেহারা প্রাচীনতা, বর্ণের প্রাচীনতা ধরেই রইলো সবাই!

পিঁপ্‌ড়ের পালক হঠাৎ নতুন যদিও, কিন্তু মরবা আগডালে ছাড়া সেও গজায় না। হঠাৎ বয় ঘূর্ণি বাতা নতুন ছন্দে, মাঠে-হাটে, কিন্তু তার ধূলোর ধ্বজাটা প্রাচীনে রেণুকণা দিয়ে অবিকল নতুন একখান কাঁথার পেঁচ্‌-ফুলে নক্সার ছন্দে অবিরল করে গাঁথা হ'য়ে গেছে, সম্পূর্ণ নতুন হ'তে ফাঁকই পাচ্ছে না বেচারা,—সবুজ মাঠ্‌টাতে গড়াগড়ি দিয়েও

—০—